তারিখ: ২৪ মার্চ ২০২৫

প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

সকলের কুশল কামনা করছি

থিয়েটার আর্টিস্টস এসোসিয়েশন অব ঢাকা (টাড) একটি সংগঠিত, শক্তিশালী ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর পরিচালিত হোক—এটাই আমাদের সকলের প্রত্যাশা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২২ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সংগঠনের একটি পূর্ণাঙ্গ গঠনতন্ত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এক্সিকিউটিভ কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের সমন্বয়ে দশ সদস্যের একটি গঠনতন্ত্র কমিটি গঠন করা হয়, যার সদস্যরা হলেন ১. **আইরিন পারভীন লোপা** (আহ্বায়ক), ২. **মোহাম্মদ বারী** (সদস্য), ৩. **কামরুন নূর চৌধুরী** (সদস্য), ৪. **আমিনুর রহমান মুকুল** (সদস্য), ৫. **ইউসুফ হাসান অর্ক** (সদস্য), ৬. **অপু শহীদ** (সদস্য), ৭. **সাইদুর রহমান লিপন** (সদস্য), ৮. **শামীম সাগর** (সদস্য), ৯. **সাইফ সুমন** (সদস্য), ১০. **সঞ্জিতা শারমীন পিয়া** (সদস্য)

২৯ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে আহ্বায়ক কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ধারাবাহিকভাবে সাতটি সভার মাধ্যমে সদস্যদের মতামত, পর্যবেক্ষণ ও সংশোধনের ভিত্তিতে ২৪ মার্চ ২০২৫ তারিখে গঠনতন্ত্রটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে।

এটি আমাদের সংগঠনের কাঠামোকে সুসংগঠিত ও কার্যকর করবে, সদস্যদের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করবে এবং ভবিষ্যৎ পথচলায় দৃঢ় ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

আমি থিয়েটার আর্টিস্টস এসোসিয়েশন অব ঢাকা (টাড) এর পক্ষ থেকে গঠনতন্ত্র কমিটির সকল সদস্যকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের শ্রম, নিষ্ঠা ও অবদানের ফলেই আজ আমরা একটি সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী গঠনতন্ত্রের দিকনির্দেশনা পেয়েছি। একইসঙ্গে, সাধারণ সদস্যদের প্রতিও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যাঁরা এক্সিকিউটিভ কমিটির ওপর আস্থা রেখেছেন এবং আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ যাত্রায় সহযোগিতা করেছেন।

আপনারা সবাই এই গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় মতামত জানাবেন বলে আমি আশাবাদী। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই এই সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করে তুলবে।

সবার জন্য শুভকামনা।

শুভেচ্ছান্তে,

সাইফ সুমন
সেক্রেটারি জেনারেল
থিয়েটার আর্টিস্টস এসোসিয়েশন অব ঢাকা (টাড)

থিয়েটার আর্টিস্টস এসোসিয়েশন অব ঢাকা (টাড)

গঠনতন্ত্র

থিয়েটার আর্টিস্টস এসোসিয়েশন অব ঢাকা।

প্রেক্ষাপট ***:***

বাংলাদেশে থিয়েটার দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একাধিক সংগঠন থাকলেও নাট্যশিল্পীদের অধিকার, স্বার্থ ও দাবি আদায় এবং তাদের শৈল্পিক উৎকর্ষের লক্ষ্যে অদ্যাবধি কোনো সংগঠন গড়ে ওঠেনি। নাট্যশিল্পীদের লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট অঞ্চলভেদে স্বতন্ত্র। তাই শুধুমাত্র জাতীয় পর্যায়ে নয় বরং নাট্যশিল্পীদের স্থানীয় ভাবে, নিজ নিজ অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়াটা জরুরি। এই লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর থিয়েটার চর্চায় যুক্ত মঞ্চ ও মঞ্চ-নেপথ্য নাট্যশিল্পীদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংগঠন গড়তে উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উদ্যোগ গ্রহন করেন- আজাদ আবুল কালাম, ফয়েজ জহির, তৌফিকুল ইসলাম ইমন, আসাদুল ইসলাম, শামীম সাগর, কাজী রোকসানা রুমা, রেজা আরিফ এবং সাইফ সুমন।

গঠনতন্ত্র

ধারা-১ নাম: বাংলায়- থিয়েটার আর্টিস্টস এসোসিয়েশন অব ঢাকা, ইংরেজিতে- Theatre Artists Association of Dhaka– যা এই গঠনতন্ত্রে এসোসিয়েশন বলে উল্লিখিত হবে এবং সংক্ষেপে টাড বা TAAD নামে অভিহিত হবে।

ধারা-২ প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, ০২ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ।

ধারা-৩ কার্যালয়: (অস্থায়ী) ৬৭/৪ পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ধারা-৪ মনোগ্রাম/লোগো:

ধারা-৫ রেজিস্ট্রেশন: পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করা হবে।

ধারা-৬ সাংগঠনিক সীমানা-

৬.ক: সদস্য- ঢাকা মহানগর।

৬.খ: কার্যপরিধি- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক।

ধারা-৭ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

৭.ক: লক্ষ্য-

ঢাকা মহানগরের নাট্যশিল্পীদের কল্যাণ, স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার রক্ষায় মুক্ত পরিবেশ নির্মাণ।

৭.খ উদ্দেশ্য-

৭.খ.১: ঢাকা মহানগরে নাট্যচর্চায় মঞ্চে বা মঞ্চ-নেপথ্যে যুক্ত সক্রিয় নাট্যশিল্পীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলা।

৭.খ.২: সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কল্যাণ তহবিল, ক্যাফে, থিয়েটার ক্লাব, থিয়েটার কমপ্লেক্সসহ অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ।

৭.খ.৩: সদস্যদের জ্ঞান বিনিময়, দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।

৭.খ.৪: থিয়েটারকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭.খ.৫: সদস্যদের নাট্যচর্চার অধিকার, স্বার্থ সংরক্ষণ ও পেশাগত মর্যাদা নিশ্চিত করণ।

৭.খ.৬. নাট্যশিল্পীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সৃজনশীল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মুক্ত পরিবেশ তৈরি।

৭.খ.৭: স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নাট্যশিল্পীদের মধ্যে সহযোগিতা, বিনিময় এবং নেটওয়ার্কিং বাড়ানো।

৭.খ.৮: সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নাট্যদলগুলোর সাথে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

ধারা-৮ সদস্যের ধরন:

তিন ধরনের সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা হবে এই এসোসিয়েশনে-

৮.ক: সাধারণ সদস্য।

৮.খ: আজীবন সদস্য।

৮.গ: সাম্মানিক সদস্য।

ধারা-৯ সদস্য পদ:

৯.ক: ঢাকা মহানগরে নিয়মিতভাবে গত পাঁচ বছর ধরে নাট্যচর্চার সাথে যুক্ত যে কোনো নাট্যশিল্পী (অভিনেতৃ, নির্দেশক, নাট্যকার, ডিজাইনার, নেপথ্য শিল্পী) সাধারণ সদস্য পদের জন্য বিবেচিত হবেন। টাডের সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণ করার জন্য এসোসিয়েশনের অনুমোদিত ফর্মে আবেদন করতে হবে এবং টাডের অনুমোদন লাভের পর নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান করে সদস্য পদ নিতে হবে।

৯.খ: যেকোনো সাধারণ সদস্য এক্সিকিউটিভ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে কমিটি নির্ধারিত এককালীন ফি দিয়ে আজীবন সদস্য হতে পারবেন।

৯.গ: নাট্যচর্চায় জ্যেষ্ঠতা, কর্মঅভিজ্ঞতা, অবদান, স্বীকৃতি, বিতর্কিত নন ইত্যাদি বিবেচনায় এক্সিকিউটিভ কমিটি সাম্মানিক সদস্য নির্বাচন করবেন।

ধারা-১০ সদস্যদের কর্তব্য:

১০.ক: টাড কতৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করা, এবং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।

১০.খ: নাট্যচর্চার উন্নয়ন ও সংকট রোধকল্পে টাডের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় সার্বিক সহযোগিতা করা।

১০.গ: সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রম, তহবিল সংগ্রহ, চ্যারিটি ইভেন্ট এবং জরুরি সাহায্য উদ্যোগে অংশগ্রহণ করা।

ধারা-১১ সদস্যদের অধিকার :

১১.ক: সাধারণ সদস্যদের জন্য গৃহীত টাডের কল্যাণমুলক সকল সুবিধা প্রাপ্তি।

১১.খ: টাডের এক্সিকিউটিভ কমিটির নির্বাচনে অংশগ্রহণ।

১১.গ: টাডের বিভিন্ন সভায় উপস্থিত থেকে স্বাধীনভাবে মত, ভিন্নমত, প্রস্তাব, বক্তব্য ও সুপারিশ প্রদান।

১১.ঘ: টাড কর্তৃক গৃহীত সকল সাংগঠনিক কর্মকান্ড ও হিসাবের তথ্য প্রাপ্তি।

ধারা-১২ সদস্যদের শৃংখলা :

টাডের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থী যে কোন কাজ শৃংখলা ভঙ্গ হিসাবে গণ্য হবে।

ধারা-১৩ সদস্যপদ স্থগিতকরন ও পুনঃসদস্যকরণ:

১৩.ক: ধারা ১২ অনুযায়ী শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে যেকোনো সদস্যের সদস্য পদ সাময়িক স্থগিত বলে গণ্য হবে। এই ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সদস্য কারণ দর্শানো এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে যথাযথ শুনানী গ্রহণের মাধ্যমে এক্সিকিউটিভ কমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তবে 'অভিযুক্ত' সদস্য উক্ত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বানের আপিল করতে পারবে। যা এক্সিকিউটিভ কমিটি বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে।

১৩.খ: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন সদস্য যদি চাঁদা পরিশোধ না করেন, টাডে তার সদস্যপদ সাময়িক স্থগিত বলে গণ্য হবে। পুনঃসদস্য পদ প্রাপ্তির জন্য তাকে সমুদয় বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

১৩.গ: কোন সদস্যের দুই অর্থ বছরের চাঁদা বকেয়া থাকলে তিনি সংশ্লিষ্ট মেয়াদ/কার্যকালের জন্য এসোসিয়েশনের কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা হারাবেন, এবং নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না ।

১৩.ঘ: টাডের ন্যুনতম ১০(দশ) জন সদস্য যদি কোন সদস্যের বিরুদ্ধে এসোসিয়েশনের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে লিখিত অভিযোগ করে তাহলে তিনি শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে পারেন। এ ধরনের ঘটনায় অভিযোগ প্রাপ্তির পর এক মাসের মধ্যে এক্সিকিউটিভ কমিটি পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবে। তদন্ত কমিটি গঠনের দাপ্তরিক বিজ্ঞপ্তি জারীর তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে এক্সিকিউটিভ কমিটির কাছে রিপোর্ট পেশ করবে। দায়ী ব্যক্তিকে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হয়ে বা লিখিতভাবে তার আচরণ ব্যাখ্যা বা সমর্থনের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত সময় দেয়া হবে। চূড়ান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে দোষী ব্যক্তিকে বহিষ্কার পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করতে পারবে। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত এক্সিকিউটিভ কমিটি আবশ্যকীয় মনে করলে তার সদস্যপদ যে কোন মেয়াদের জন্য স্থগিত করতে পারবে। অবশ্য অভিযুক্ত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা পূনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানাতে পারেন।

ধারা-১৪ সদস্যপদ বাতিল

রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকান্ডের জন্য প্রচলিত আইনে দন্ডীত হলে, টাডে আর্থিক দুর্নীতির সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে, নৈতিক স্খলন প্রমাণিত হলে, উগ্রপন্থী জঙ্গী সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্টতার প্রমান পাওয়া গেলে, মৃত্যু বরণ করলে, স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারা-১৫ পদত্যাগ

যে কোন সাধারণ বা আজীবন সদস্য সেক্রেটারি জেনারেলের উদ্দেশ্যে কারণ বর্ণনাসহ লিখিতভাবে তার সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেন। সেক্রেটারি জেনারেল সিদ্ধান্তের জন্য তা এক্সিকিউটিভ কমিটিতে পেশ করবেন। এক্সিকিউটিভ কমিটি কর্তৃক গৃহীত হলে, গ্রহণের তারিখ থেকে পদত্যাগ কার্যকর হবে। অবশ্য, সংশ্লিষ্ট সদস্য ইচ্ছা করলে এক্সিকিউটিভ কমিটিতে গৃহীত হবার পূর্বে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে পারবেন।

ধারা-১৬ এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কাঠামো:

১৬.ক জেনারেল হাউজ বা সাধারণ পরিষদ:

হালনাগাদ চাঁদা প্রদানকারী সকল সাধারণ সদস্যদের সমন্বয়ে জেনারেল হাউজ বা সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে।

১৬.খ এক্সিকিউটিভ কমিটি:

জেনারেল হাউজের সদস্যদের মধ্য হতে ঐকমতের ভিত্তিতে অথবা নির্বাচনের মাধ্যমে ১৩(তের) সদস্য বিশিষ্ট এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠিত হবে, যারা টাড পরিচালনার নেতৃত্ব দেবেন। এক্সিকিউটিভ কমিটির মেয়াদ ২ (দুই) বৎসর হবে। এক্সিকিউটিভ কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হবে-

১ প্রেসিডেন্ট	০১ জন
২ ভাইস প্রেসিডেন্ট	০১ জন
৩ সেক্রেটারি জেনারেল	০১ জন
৪ সেক্রেটারি অর্গানাইজেশন	০১ জন
৫ ট্রেজারার	০১ জন
৬ সেক্রেটারি অফিস	০১ জন
৭ সেক্রেটারি ওয়েলফেয়ার	০১ জন
৮ সেক্রেটারি কমিউনিকেশন	০১ জন
৯ সেক্রেটারি ইভেন্ট	০১ জন
১০ সেক্রেটারি ক্লাব	০১ জন
১১ এক্সিকিউটিভ মেম্বার	০৩ জন

১৬.গ: প্রয়োজন অনুসারে এক্সিকিউটিভ কমিটির যেকোনো একজনের নেতৃত্বে সাধারণ সদস্যের সমন্বয়ে এক্সিকিউটিভ কমিটি বিষয় ভিত্তিক উপ কমিটি গঠন করতে পারবে।

১৬.ঘ উপদেষ্টা পরিষদ:

সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) জন সাম্মানিক সদস্য নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। এক্সিকিউটিভ কমিটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবে এবং এর মেয়াদ হবে ০২ (দুই) বৎসর। উপদেষ্টা পরিষদ এক্সিকিউটিভ কমিটিকে যে কোন বিষয়ে প্রয়োজনে পরামর্শ দিবেন। এক্সিকিউটিভ কমিটির অনুরোধে উপদেষ্টাগণের মধ্যে যে কেউ এক্সিকিউটিভ কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ধারা-১৭ নির্বাচন

১৭.ক: এক্সিকিউটিভ কমিটির মেয়াদ জানুয়ারি মাস হতে শুরু হবে এবং দ্বিতীয় বৎসরে ডিসেম্বর মাসে শেষ হবে। পরবর্তী কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত কমিটি দায়িত্ব পালন করবে। এক্সিকিউটিভ কমিটি নির্বাচন বোর্ড গঠন করে মেয়াদ পূর্তির কমপক্ষে ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে সদস্যদের নোটিশ মারফত জানাবে। ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।

১৭.খ: এক্সিকিউটিভ কমিটিতে কোনো সদস্য একই পদে পরপর দুই টার্মের বেশী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বা মনোনীত হতে পারবেন না।

১৭.গ: একজন প্রধান করে ও দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচনী বোর্ড গঠিত হবে। সাম্মানিক সদস্য বা যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না সাধারণ পরিষদের এমন মেম্বারগণের মধ্য হইতে নির্বাচনী বোর্ড গঠিত হবে। তবে চলতি এক্সিকিউটিভ কমিটির কেউ নির্বাচনী বোর্ডের সদস্য হতে পারবেন না।

১৭.ঘ: গঠনতন্ত্রের আলোকে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচনী বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৭.ঙ: কোন কারণে নতুন কমিটি গঠনে বিলম্ব হলে সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে চলমান কমিটি দায়িত্ব পালন করবে।

১৭.চ: সমুদয় চাঁদা পরিশোধ সাপেক্ষে সদস্যগণ ভোটার হতে পারবেন। তবে নির্বাচনের ৯০(নব্বই) দিন পূর্বে সদস্য না হলে ভোটার হতে পারবেন না।

১৭.ছ: নির্বাচন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে অথবা ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা যাবে।

১৭.জ: নির্বাচন প্রক্রিয়া ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

১৭.ঝ: নির্বাচনে অংশ গ্রহণেচ্ছু প্রার্থীগণ নির্ধারিত ফি দিয়ে মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করবেন। নির্বাচনী তফসিল অনুসারে নির্বাচন বোর্ডের নিকট জমা দিবেন।

১৭.ঞ: ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য এক্সিকিউটিভ কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র প্রদর্শন করতে হবে।

১৭.ট: নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ১৫(পনের) দিনের মধ্যে নব নির্বাচিত কমিটিকে পূর্ববর্তী কমিটি দায়িত্ব বুঝিয়ে দিবেন।

১৭.ঠ: নির্বাচনী তফসিল:

১৭.ঠ.১: নির্বাচন বোর্ড হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রকাশের সাতদিনের মধ্যে মনোনয়নপত্র দাখিলের অনুরোধ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।

১৭.ঠ.২: মনোনয়নপত্র দাখিলের তিনদিনের মধ্যে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে পারবে।

১৭.ঠ.৩: প্রার্থীতা প্রত্যাহারের সর্বশেষ তারিখের পরদিন চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে।

১৭.ঠ.৪: চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সর্বোচ্চ সাতদিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান হবে।

১৭.ড: যে কোন কারণে এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য পদ শূণ্য হলে সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে শূণ্য পদে কোআপ করতে পারবে।

ধারা-১৮ এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব:

১৮.ক প্রেসিডেন্ট:

টাডের প্রেসিডেন্ট এসোসিয়েশনের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন। তিনি টাডের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করবেন এবং তা নিশ্চিত করার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন। পাশাপাশি সংগঠনের কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃত্ব দেবেন। এছাড়াও তিনি সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা, পারস্পরিক সমঝোতা ও ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন। তিনি সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় দায়িত্বশীল নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে থিয়েটার আর্টিস্টদের জন্য একটি কল্যাণকর প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিত করবেন।

দায়িত্বসমূহ:

১৮.ক .১. স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে টাডের প্রধান মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন।

১৮.ক .২. থিয়েটার আর্টিস্টদের অধিকার, স্বার্থ ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে টাডের এক্সিকিউটিভ কমিটিকে দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।

১৮.ক. ৩. টাডের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলির সাথে মিল রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করবেন।

১৮.ক. ৪. এক্সিকিউটিভ কমিটির সকল সভার সভাপতিত্ব করবেন এবং ফলপ্রসূ আলোচনা এবং সকলের অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

১৮.ক. ৫. ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি জেনারেল এবং অন্যান্য এক্সিকিউটিভ মেম্বারদের দায়িত্ব পালন করতে সহায়তা এবং তত্ত্বাবধান করবেন।

১৮.ক. ৬. টাডের পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করবেন।

১৮.ক. ৭. দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিবেন। থিয়েটার কমপ্লেক্স বা থিয়েটার ক্লাব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উদ্যোগগুলোর জন্য সম্পদ সংগ্রহে সক্রিয়ে ভূমিকা পালন করবেন।

১৮.ক. ৮. টাডের কার্যক্রম ও কল্যাণ তহবিল বজায় রাখা এবং বৃদ্ধির জন্য লাভজনক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ, অনুদান ও তহবিল সংগ্রহে নেতৃত্ব দেবেন।

১৮.ক. ৯. টাডের মধ্যে যেকোনো সমস্যা বা বিরোধ সমাধানে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করবেন।

১৮.ক. ১০. সাংগঠনিক ও আর্থিক কার্যক্রমের বাৎসরিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

১৮.খ: ভাইস প্রেসিডেন্ট:

ভাইস-প্রেসিডেন্ট টাডের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পদে থেকে সংগঠনের কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনায় তিনি প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে কাজ করবেন। প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে তাঁর সকল দায়িত্ব পালন করবেন। প্রয়োজনে প্রেসিডেন্টের পরামর্শক্রমে টাডের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

১৮.গ: সেক্রেটারি জেনারেল:

সেক্রেটারি জেনারেল টাডের অন্যতম নেতৃত্বের পদ, যেখানে তিনি সংগঠনের প্রশাসনিক ও পরিচালনামূলক কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করবেন। তিনি টাডের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, এক্সিকিউটিভ কমিটি ও সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় তৈরি এবং বাহ্যিক স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

টাডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে স্বচ্ছতার মাধ্যমে এসোসিয়েশনের কার্যকারিতা ও অগ্রগতির ভিত্তি তৈরি করবেন। তিনি সংগঠনের কর্মকৌশল এবং সদস্যদের স্বার্থ রক্ষায়ও নেতৃত্ব প্রদান করবেন।

দায়িত্বসমূহ:

১৮.গ.১. স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে টাডের অন্যতম মুখপাত্র ও প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন।

১৮.গ.২.প্রেসিডেন্টের পরামর্শক্রমে এক্সিকিউটিভ কমিটির সভার আয়োজন ও প্রস্তুতি গ্রহণ, এজেন্ডা তৈরি, সভার কার্যবিবরণী রেকর্ড করবেন।

১৮.গ.৩.গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর সঠিক বাস্তবায়নে তদারকি করবেন।

১৮.গ.৪.এসোসিয়েশনের সকল গুরুত্বপূর্ণ নথি সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করবেন।

১৮.গ.৫.সদস্যদের থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবনা, প্রশ্ন, পরামর্শ এবং অভিযোগ যথাযথভাবে সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

১৮.গ.৬.প্রোগ্রাম, ইভেন্ট, প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং তদারকি ও মান নিশ্চিত করবেন।

১৮.গ.৭.টাডের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও তা এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের কাছে রিপোর্ট করবেন।

১৮.গ.৮.সেক্রেটারি ওয়েলফেয়ার এবং সংশ্লিষ্ট টিমের সঙ্গে সমন্বয় করে সদস্যদের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং জরুরি প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।

১৮.গ.৯.ট্রেজারারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত ও সঠিক আর্থিক রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণে পরামর্শ দেবেন।

১৮.গ.১০.স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে টাডের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং থিয়েটার শিল্পের উন্নয়নে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলবেন।

১৮.গ.১১. বার্ষিক সাধারণ সভায় টাডের কার্যক্রমের প্রতিবেদন পেশ করবেন।

১৮.ঘ সেক্রেটারি অর্গানাইজেশন:

সেক্রেটারি অর্গানাইজেশন টাডের সাংগঠনিক কাঠামোর সুষ্ঠু পরিচালনা এবং কার্যক্রমের সমন্বয় নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। তিনি সাংগঠনিক শক্তির বিস্তার ও বিকাশের লক্ষ্যে কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করবেন।

দায়িত্বসমূহ

১৮.ঘ.১. টাডের সাংগঠনিক কাঠামো এবং নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৮.ঘ.২. টাডের সদস্য হতে থিয়েটার আর্টিস্টদের উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১৮.ঘ.৩. সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে সেক্রেটারি জেনারেলকে সহযোগিতা করবেন।

১৮.ঘ.৪. সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে সদস্যদের সক্রিয় রাখতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১৮.ঘ.৫. তিনি সাংগঠনিক বিকাশে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

১৮.ঘ.৬. সদস্য অন্তর্ভূক্তি জন্য নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১৮.ঘ.৭. প্রশিক্ষণ, সেমিনার এবং সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবেন।

১৮.ঘ.৮. বিশেষ প্রকল্প বা উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য উপ-কমিটি গঠন এবং তাদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবেন।

১৮.ঘ.৯. এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং উপ-কমিটির মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ এবং সমন্বয় নিশ্চিত করবেন।

১৮.ঘ.১০. সদস্যদের সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

১৮.ঘ.১১. সাংগঠনিক কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং ফলাফল সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে এক্সিকিউটিভ কমিটির সভায় অবহিত করবেন।

১৮.ঙ ট্রেজারার:

ট্রেজারার টাডের আর্থিক কার্যক্রমের কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবেন। তিনি সংগঠনের আর্থিক পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে টাডের কার্যক্রমের পরিচালনায় দায়িত্বশীল থাকবেন। টাডের আর্থিক ব্যবস্থার দেখভাল করার পাশাপাশি তিনি সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।

দায়িত্বসমূহ

১৮.ঙ.১. টাডের সকল উদ্যোগের হিসাব, বাজেট ও তহবিল সুরক্ষিত রাখা, অর্থের সঠিক ব্যবহার, নিরীক্ষা সহ সকল কর্মকান্ড সুচারুরূপে সম্পন্ন এবং হালনাগাদ করবেন।

১৮.ঙ.২. টাডের আর্থিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা যথাযথ ও কার্যকরভাবে নিশ্চিত করবেন।

১৮.ঙ.৩. এক্সিকিউটিভ কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত এবং তা বাস্তবায়ন করবেন।

১৮.ঙ.৪. সমস্ত হিসাব ও বাজেটের সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণ, নিরীক্ষা এবং হালনাগাদ করবেন।

১৮.ঙ.৫. তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ এবং স্পনসরশিপ ও অনুদানের সুযোগ চিহ্নিত করবেন।

১৮.ঙ.৬. তহবিল বিতরণ এবং ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত গাইডলাইন তৈরি ও মনিটর করবেন।

১৮.ঙ.৭. সাধারণ সভার আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন এবং প্রয়োজনে এক্সিকিউটিভ কমিটির নিকট হালনাগাদ তথ্য প্রদান করবেন।

১৮.ঙ.৮. প্রতিবছরে অভ্যন্তরীণ অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

১৮.ঙ.৯. আর্থিক সরবরাহ তত্ত্বাবধান ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখবেন।

১৮.ঙ.১০. বিশেষ ইভেন্ট বা প্রকল্পের বাজেট পরিচালনায় অন্যান্য সেক্রেটারি এবং সংশ্লিষ্ট কমিটিকে সহায়তা করবেন।

১৮.ঙ.১১. সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের আর্থিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিসেবা প্রদান করবেন।

১৮.ঙ.১২. অডিটে কোনো অমিল বা সমস্যা চিহ্নিত হলে দ্রুত এক্সিকিউটিভ কমিটিকে অবহিত ও সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮.ঙ.১৩. টাডের জন্য প্রাপ্ত দান, অনুদান এবং স্পনসরশিপের সঠিক নথি সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা করবেন।

১৮.চ সেক্রেটারি অফিস

টাডের অফিস ব্যবস্থাপনায় প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে তিনি সকল দায়িত্ব পালন করবেন এবং তথ্য সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানে ভূমিকা রাখবেন।

দায়িত্বসমূহ

১৮.চ.১: টাডের প্রশাসনিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান এবং অফিস কার্যক্রম যেন দক্ষতার সাথে চলে সেটি নিশ্চিত করবেন।

১৮.চ.২: টাডের সদস্যদের তথ্য, মিটিং মিনিটস এবং অফিসিয়াল ডকুমেন্টসসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ করবেন।

১৮.চ.৩: প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি জেনারেল এর সাথে পরামর্শক্রমে অফিসিয়াল ইমেইল, চিঠিপত্র এবং অন্যান্য যোগাযোগ পরিচালনা ও সময়মতো উত্তর প্রদান করবেন।

১৮.চ.৪: এক্সিকিউটিভ কমিটি ও জেনারেল মিটিংয়ের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণ করবেন।

১৮.চ.৫: মিটিং চলাকালে সঠিক মিনিট রেকর্ডে সেক্রেটারি জেনারেলকে সহায়তা এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে বিতরণ করবেন।

১৮.চ.৬: অফিস সরঞ্জাম ও রিসোর্সের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।

১৮.চ.৭: নিয়োগকৃত অফিসিয়ালদের কাজ তত্ত্বাবধান করে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১৮.চ.৮: টাডের প্রশাসনিক কার্যক্রম সংক্রান্ত রিপোর্ট তৈরি এবং অডিট কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করবেন।

১৮.ছ সেক্রেটারি ওয়েলফেয়ার

সেক্রেটারি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সদস্যদের কল্যাণ এবং সামাজিক সহায়তা প্রদানে নিবেদিত থাকবেন। তার মূল দায়িত্ব হবে সদস্যদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে টাড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

দায়িত্বসমূহ

১৮.ছ.১: কল্যাণ তহবিল ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন।

১৮.ছ.২: ট্রেজারারের সঙ্গে সহযোগিতা করে কল্যাণ তহবিলের তত্ত্বাবধান ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।

১৮.ছ.৩: কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং কার্যক্রমের সঠিক রেকর্ড রাখবেন। সদস্য সহায়তা ও কল্যাণ উদ্যোগের অগ্রগতির ওপর নিয়মিত রিপোর্ট তৈরি করে তা এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং সাধারণ সদস্যদের কাছে উপস্থাপন করবেন।

১৮.ছ.৪: কল্যাণ তহবিল এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

১৮.ছ.৫: কল্যাণ তহবিলের অডিট কার্যক্রমে সহায়তা করবেন।

১৮.জ সেক্রেটারি কমিউনিকেশন

সেক্রেটারি কমিউনিকেশন টাডের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক যোগাযোগ পরিচালনা করবেন। এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে দক্ষ যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি টাডের কার্যক্রমকে সৃজনশীল ভাবে সংগঠিত করবেন।

দায়িত্বসমূহ

১৮.জ.১: টাডের কার্যক্রম, উদ্যোগ এবং সাফল্য তুলে ধরতে মিডিয়া কভারেজ নিশ্চিত এবং প্রচারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১৮.জ.২: প্রেস রিলিজ, মিডিয়া কিট এবং অফিসিয়াল বিবৃতি তৈরি করবেন।

১৮.জ.৩: সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম তত্ত্বাবধান এবং কার্যকর কনটেন্ট শেয়ারের মাধ্যমে টাডের অনলাইন উপস্থিতি শক্তিশালী করবেন।

১৮.জ.৪: টাডের ওয়েবসাইটে তথ্য এবং রিসোর্স আপডেট রাখবেন এবং ব্যবহারকারীদের জন্য এটি সহজলভ্য করবেন।

১৮.জ.৫: টাডের ব্র্যান্ডিং গাইডলাইন তৈরি করে যোগাযোগ উপকরণে ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবেন।

১৮.জ.৬: টাডের সাথে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক থিয়েটার সংস্থা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং থিয়েটার সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলবেন ও বজায় রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

১৮.জ.৭: যোগাযোগ সম্পর্কিত সকল কার্যক্রমের সঠিক রেকর্ড রাখবেন এবং প্রয়োজনে আর্কাইভে সংরক্ষণ করবেন।

১৮.ঝ সেক্রেটারি ইভেন্ট

তিনি টাডের সকল ইভেন্টগুলোর পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

দায়িত্বসমূহ

১৮.ঝ.১: এক্সিকিউটিভ কমিটির সঙ্গে যৌথভাবে একটি সুসংগঠিত বার্ষিক ইভেন্ট ক্যালেন্ডার তৈরি করবেন।

১৮.ঝ.২: ইনোভেটিভ ইভেন্ট পরিকল্পনা, আয়োজন, বাস্তবায়ন করবেন।

১৮.ঝ.৩: ট্রেজারারের সহযোগিতায় ইভেন্টের বাজেট তৈরি এবং তা অনুমোদিত খরচের মধ্যে ইভেন্ট পরিচালনা করবেন।

১৮.ঝ.৪: তহবিল সংগ্রহের জন্য স্পন্সরশিপের সুযোগ চিহ্নিত এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

১৮.ঝ.৫: সেক্রেটারি কমিউনিকেশনের সাথে সমন্বয় করে ইভেন্টের প্রচারণা পরিচালনা করবেন।

১৮.ঞ সেক্রেটারি ক্লাব

তিনি টাড ক্লাবের ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। ক্লাব সদস্যদের আড্ডা, সৃজনশীল ভাবনা বিনিময় ও যোগাযোগ বৃদ্ধির একটি নির্ভরযোগ্য স্থান হিসেবে টাড ক্লাবের তত্ত্বাবধান করবেন।

দায়িত্বসমূহ

১৮.ঞ.১: টাড ক্লাবের নীতিমালার আলোকে সদস্যদের প্রয়োজন ও আগ্রহের ভিত্তিতে কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করবেন।

১৮.ঞ.২: ক্লাবের বাজেট পরিকল্পনা এবং সঠিক অর্থ ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রেজারের সঙ্গে সমন্বয় করবেন।

১৮.ঞ.৩: ক্লাবের সার্বিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান করবেন এবং এর অবকাঠামোগত

সুবিধাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবেন।

১৮.ঞ.৪: ক্লাবের প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধাগুলির উন্নয়ন- যেমন লাইব্রেরি, ক্যাফে, আড্ডা, সৃজনশীল ভাবনা বিনিময়, মিটিংয়ের জন্য উপযুক্ত স্থান তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

১৮.ঞ.৫: ক্লাবের উন্নয়নে অর্থ সংগ্রহ এবং স্পনসরশিপের জন্য স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন।

১৮.ঞ.৬: লাইব্রেরির সম্পদ সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেবেন।

১৮.ঞ.৭: স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সমগোত্রীয় ক্লাব এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে অংশীদারিত্ব স্থাপন করবেন, যাতে ক্লাবের কার্যক্রম আরও বিস্তার লাভ করে।

১৮.ট এক্সিকিউটিভ মেম্বার:

এক্সিকিউটিভ মেম্বারগণ টাডের এক্সিকিউটিভ কমিটির সভায় উপস্থিত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতামত প্রদান করবেন। টাডের কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং পরিচালনায় সহায়তা করবেন।

ধারা-১৯ এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যপদ বাতিল

নিম্নলিখিত কারণে এক্সিকিউটিভ কমিটির যে কোন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হবে:-

১৯.ক. ধারা ১৪,১৫ তার প্রতি প্রযোজ্য হলে।

১৯.খ. অর্পিত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে।

১৯.গ. মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে দায়িত্ব পালনে অপারগ হলে।

১৯.ঙ. সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগের ভিত্তিতে কোন সদস্য দোষী প্রমাণিত হলে প্রেসিডেন্ট অথবা এক্সিকিউটিভ কমিটি কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে কারন দর্শাও নোটিশ প্রদান করবে। নোটিশ প্রদানের ২(দুই) সপ্তাহের মধ্যে ঐ সদস্য সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হলে এক্সিকিউটিভ কমিটির অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে তার পদ বাতিল করা যাবে।

১৯.চ. সদস্য পদ হারানো কোনো সদস্য পরবর্তী এক টার্ম নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বা মনোনীত হতে পারবেন না। পরবর্তীকালে সাধারণ সভার সম্মতিক্রমে পুনরায় নির্বাচন বা মনোনয়নের মাধ্যমে কমিটিতে আসতে পারবেন।

ধারা-২০ সভা আহবান

২০.ক সাধারণ সভা

২০.ক.১. সাধারণ সভা বৎসরে কম পক্ষে এক বার অনুষ্ঠিত হবে।

২০.ক.২. সাধারণ সভা কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টার নোটিশে আহবান করতে হবে।

২০.খ বিশেষ সাধারণ সভাঃ

বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কমপক্ষে ২৪ ঘন্টার নোটিশে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করা যাবে।

২০. গ এক্সিকিউটিভ কমিটির সভা

২০. গ.১. এক্সিকিউটিভ কমিটির সভা ৬০ দিনে কমপক্ষে এক বার আহবান করতে হবে।

২০. গ.২. এক্সিকিউটিভ কমিটির যে কোন জরুরী সভা ১২ ঘন্টার নোটিশে আহবান করা যাবে এবং অতি জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ৩/৪ ঘন্টার নোটিশে সভা আহবান করে টেলিফোনে বা অনলাইনেও সে সভা করা যাবে।

২০. গ.৩. এক্সিকিউটিভ কমিটির সভা মুলতবী হলে অবশ্যই তিন দিনের মধ্যে এবং সাধারণ পরিষদের সভা মুলতবী হলে তা সাত দিনের মধ্যে পুনরায় অনুষ্ঠিত হতে হবে। উক্ত মুলতবী সভায় কোন কোরাম প্রয়োজন হবে না।

ধারা-২১ তলবী সভা

২১.ক. বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে জরুরি ভিত্তিতে তলবী সভা আহ্বান করা যাবে। নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূবর্ক দুই-তৃতীয়াংশ সাধারণ সদস্যের স্বাক্ষর গ্রহণের ভিত্তিতে এই সভা আহ্বান করা যাবে। এক্ষেত্রে সদস্যগণ প্রেসিডেন্টের নিকট লিখিতভাবে সভা আহ্বানের অনুরোধ করবেন। প্রেসিডেন্ট, এক্সিকিউটিভ কমিটির সাথে আলোচনাক্রমে অনূর্ধ ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তলবি সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন।

২১.খ. প্রেসিডেন্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তলবি সভা আহ্বানে ব্যর্থ হলে, আবেনকারী সদস্যগণ নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে তলবি সভার আয়োজন করতে পারবেন। এবং এসোসিয়েশনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। উপস্থিত

সদস্যদের সম্মতিক্রমে যে কেউ সভাটি পরিচালনা করতে পারবেন। তবে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত না হলে তলবি সভা বাতিল বলে গণ্য হবে।

২১.গ. তলবি সভার কোরামের জন্য সাধারণ সদস্যদের কমপক্ষে অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে।

ধারা-২২ কোরাম :

সাধারণ সভায় এক-তৃতীয়াংশ এবং এক্সিকিউটিভ কমিটির সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

ধারা-২৩ অর্থ বছর

টাডের অর্থ বছর হবে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর।

ধারা-২৪ ব্যাংক হিসাব রক্ষণাবেক্ষন, তহবিল এবং অডিট:

২৪.ক ব্যাংক হিসাব রক্ষণাবেক্ষন:

২৪.ক.১. 'থিয়েটার আর্টিস্টস এসোসিয়েশন অব ঢাকা' নামে এক বা একাধিক তফশীলি ব্যাংকে চলতি বা সঞ্চয়ী বা অন্য যেকোনো হিসাব খোলা যাবে। প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি জেনারেল এবং ট্রেজারারের এর যৌথ স্বাক্ষরে একাউন্ট হিসাব খোলা হবে। উক্ত ৩(তিন) জনের মধ্যে যে কোন ২(দুই) জনের স্বাক্ষরে ব্যাংক হতে লেনদেন করতে পারবে।

২৪.ক.২. মূল একাউন্টের বাইরে টাডের অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে নতুন কোনো ব্যাংক একাউন্ট খোলার প্রয়োজন হলে, ঐ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি টাডের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি জেনারেল এবং ট্রেজারারের সাথে যৌথ স্বাক্ষরকারী হিসেবে যুক্ত হবেন। হিসাবটি যেকোনো দুইজনের স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে- যেখানে কার্যক্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর আবশ্যিক।

২৪.খ. তহবিল

২৪.খ.১. সাধারণ তহবিল

সদস্যদের রেজিস্ট্রেশন ফি এবং আজীবন সদস্যদের চাঁদা, অন্যান্য চাঁদা, দান, অনুদান, নগদ জামানত স্থায়ী আমানতের উপর মুনাফা, সম্পদের আয় সাধারণ তহবিল হিসেবে পরিগণিত হবে যা কোন একটি তফসিলী ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে।

২৪.খ.২. কল্যাণ তহবিল

কল্যাণ তহবিলের অর্থ দেশের একটি তফসিলভুক্ত ব্যাংকে সংরক্ষণ করতে হবে। সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত চাঁদার পঞ্চাশ ভাগ, বিশেষ দান বা ধার্যকৃত অর্থ এবং অন্যান্য উৎস থেকে উদার সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে কল্যাণ তহবিল সংগ্রহ ও জোরদার করতে হবে এবং উল্লিখিত অর্থ একটি ব্যাংকে স্বতন্ত্র হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে। কার্যনির্বাহী কমিটি টাডের সদস্যদের স্বার্থে কল্যাণ তহবিল একটি নীতিমালার আলোকে পরিচালনা করবে।

২৪.খ.৩. অন্যান্য তহবিল

টাডের অন্যান্য কার্যক্রমের আওতায় অর্জিত অর্থ সংশ্লিষ্ট একাউন্টে সংরক্ষণ করতে হবে। এবং সংশ্লিষ্ট কমিটি দ্বারা পরিচালিত হবে। এই কমিটি টাডের এক্সিকিউটিভ কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে।

২৪.খ.৪. টাডে প্রাপ্ত সম্পত্তি অথবা অর্জিত সম্পদ অথবা আয় বা রাজস্ব যাই হোক না কেন–

তা সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত হতে হবে।

২৪.খ.৫. সমস্ত অর্থ টাডের রশিদের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। দাতার নাম, ঠিকানা এবং চাঁদার পরিমাণ সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত থাকতে হবে। আদায়কারী ও ট্রেজারারের স্বাক্ষর রশিদে থাকতে হবে।

২৪.গ. অডিট

প্রতি দুই বৎসর পর কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদয় লেনদেনের একটি অডিট রিপোর্ট ট্রেজারার সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। অডিটটি এক্সিকিউটিভ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত পেশাদার প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে। এই অডিটের পূর্বে এক্সিকিউটিভ কমিটি দ্বারা গঠিত উপ-কমিটির মাধ্যমে অভ্যন্তরীন অডিট সম্পন্ন করতে হবে। উভয় অডিট রিপোর্ট এক্সিকিউটিভ কমিটি কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

ধারা-২৫ সম্পদ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা

এসোসিয়েশনের সকল সম্পদ-সম্পত্তি যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করতে হবে এবং স্টক রেজিস্ট্রারে তা নিয়মানুগভাবে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করতে হবে।

ধারা-২৬ কর্মচারী নিয়োগ

জনবল কাঠামো এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের চাকুরীবিধি সম্পর্কিত নীতিমালা তৈরি করে এক্সিকিউটিভ কমিটি টাড পরিচালনার প্রয়োজনে কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারবেন।

ধারা-২৭ গঠনতন্ত্র সংশোধন

সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্রের সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা যাবে। সাধারণ সভার উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে গঠনতন্ত্রের সংশোধনী গৃহীত হবে।

ধারা-২৮ অনাস্থা প্রস্তাব

এক্সিকিউটিভ কমিটির যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে, তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট লিখিত অভিযোগ থাকতে হবে এবং এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের লিখিত সমর্থন থাকতে হবে। উক্ত আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের উপর উপদেষ্টা পরিষদ ও এক্সিকিউটিভ কমিটির যৌথ সভায় আলোচনা ও শুনানীর ব্যবস্থা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি উক্ত বিষয়ে লিখিত সময়ের নোটিশে এক্সিকিউটিভ কমিটির সভা আহবান করতে ব্যর্থ হন তবে গঠনতন্ত্রের ধারা-২১ এর আলোকে তলবী সভা আহবান করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

ধারা-২৯ এসোসিয়েশনের বিলুপ্তি

যদি কোন কারণে টাডের বিলুপ্তি ঘটাতে হয় তবে সাধারণসভার প্রস্তাবনাক্রমে এক্সিকিউটিভ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে এসোসিয়েশন বিলুপ্ত করা যাবে। এই ক্ষেত্রে এসোসিয়েশনের স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পদ ও অর্থ ঢাকার নাট্যশিল্পীদের কল্যাণার্থে ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত থাকতে হবে।

ধারা-৩০

এই গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই এমন কোনো উদ্ভুত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এক্সিকিউটিভ কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে।

গঠনতন্ত্র কমিটি সদস্যদের স্বাক্ষর

আইরিন পারভীন লোপা (আহ্বায়ক)

মোহাম্মদ বারী (সদস্য)

কামরুন নূর চৌধুরী (সদস্য)

আমিনুর রহমান মুকুল (সদস্য)

ইউসুফ হাসান অর্ক (সদস্য)

অপু শহীদ (সদস্য)

সাইদুর রহমান লিপন (সদস্য)

শামীম সাগর (সদস্য)

সাইফ সুমন (সদস্য)

সঞ্জিতা শারমীন পিয়া (সদস্য)